টিনের বাঁশী

আক্রমন পর্ব

দুঃখ ভারাক্রান্ত মন আর বিশাল দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে পরের শনিবার স্যাটারডে ক্লাবে হাজির হলাম। দূঃখবোধ এবং দুশ্চিন্তার সূত্রটা লুকিয়ে ছিল বিগত শনিবারে সঞ্চালক মহোদয় ক্লাবের সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করার মাঝে। কিন্তু নাহ, ক্লাবে যেয়ে দেখি, প্রায় ফুল হাউজ, নিয়মিত সদস্যরা প্রায় সকলেই আছেন। ইঞ্জিনিয়ার তো থাকবেনই, যেহেতু ক্লাবটা ওনার অফিসেই, সাথে ডাক্তার, জমিদার নন্দন, ক্যামেরাম্যান চুটিয়ে আড্ডা মারছেন। আমিও খুশী মনে কেবল চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছি মাত্র, সাথে সাথেই দেখি দরোজার সামনে সঞ্চালক। আমার আর বসা হলো না, অতি আবেগে সবাই দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম,
-শুভেচ্ছা স্বাগতম, স্যাটারডে ক্লাবে আগমন।

সঞ্চালকের চেহারায় বিগত দিনের রাগ-ক্ষোভের কোন ছাপ নেই। মুচকী একটি হাসি ঠোঁটের কোনে ঝুলিয়ে রেখে চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন,
-আমাদের ক্লাবে আপনারা আমাকে আলাদা ভাবে এমন ঘটা করে আগমনী শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কেন? নাকি ক্লাব আজ থেকে সকলকেই এভাবে শুভেচ্ছা জানাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছোট খাটো গড়নের জমিদার নন্দন তখনো বসেনি, বেশ উত্তেজিত ভঙ্গীতে বক্তৃতা দেয়া শুরু করলেন,
-আপনে নাকি গত শনিবারে ক্লাবের সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করিয়া গেছেন। আমরা আমাদের গনতান্ত্রিক ক্লাবে কোন স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত মানি না। ইঞ্জিনিয়ারে ফোন দিয়া কইলো এই বিষয়ে আলোচনা হইবে, চলিয়া আইলাম, কিন্ত আপনের সিদ্ধান্ত আবার আপনে স্থগিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, কেন কোন স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তই ভাল না।

ইঞ্জিনিয়ার আজ সুযোগ পেয়েছে সঞ্চালককে খোঁচাবার, সুযোগ হাতছাড়া করবার কোন কারণ নাই,
-হুহ, হেতেরও সিদ্ধান্ত, হেতেও আবার স্বৈরাচার। ওনারে স্বৈরাচার কইয়া আপনেরা স্বৈরাচার শব্দটার আভিধানিক অর্থই বদলাইয়া দিতেছেন।

জমিদার নন্দন আসলে সুযোগ পেলেই দাঁড়িয়ে যান। আমার মনে হয় ওনার নিজের উচ্চতা নিয়ে নিজের মাঝে একটি কম্পলেক্সিটি কাজ করে বলেই এটা করেন। আসলেই আমরা সকলে বসে থাকলেও ওনার দাঁড়ানো অবস্থার চেয়ে সমান বা একটু বেশীই হব। উনি দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন,
-ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলতে চাই, আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে বাক্যের মাঝে অভিধান টভিধান মার্কা শব্দ লাগায়া জটিলতা তৈয়ার করিবার মাধ্যমে পক্ষপাত দুষ্ট আচরন করিয়া আমাদের আন্দোলন প্রশমিত করিবার চেষ্টা করতেছেন।

জমিদার নন্দনের উদ্ভট ভাষা প্রয়োগ ডাক্তারের আর সহ্য হলো না,
-আপনি সাধু-চলিত মিশিয়ে এসব কি বলছেন।

জমিদার নন্দন বললেন,
-আমি লক্ষ করছি, আমাদের লেখক মহোদয় কোন ব্যাঙ্গাত্মক লেখা লেখলেই সাধু ভাষায় লেখে, সেইখান হইতে আমি সিদ্ধান্ত লইয়াছি, স্যাটায়ার করিতে চাহিলে সাধু ভাষা প্রয়োগ করবো।

ক্যামেরাম্যান এতোক্ষণ চুপচাপ বসে বসে বোধহয় মনের ক্যামেরায় আমাদের ছবি তুলছিলেন, নিরবতা ভঙ্গ করে বললেন,
- আপনি এতোক্ষণ সঞ্চালককে নিয়ে ব্যাঙ্গ করলেন নাকি!! আমি অন্তত আপনার কথায় কোন ব্যাঙ্গ খুঁজে পাইনি।

জমিদার নন্দন একটু হতাশা নিয়ে ধপাস করে বসে বললেন,
-ঐটা তাইলে শিক্ষক, মানে, লেখক সাহেবের দোষ, নাইলে আমার চর্চার অভাব, তবে এই যে আন্দোলন আন্দোলন খেললাম, এইটা স্যাটায়ার হয় নাই নাকি?

ডাক্তার রায় দিলেন,
-আমিও আপনার কথায় সঞ্চালককে ব্যাঙ্গ করার কোন উপকরণ খুঁজে পাইনি, সুতরাং, চর্চা ছাড়া কোন কিছুরই প্রায়োগীক উপযোগীতা নেই।

জমিদার নন্দন একটু মনক্ষুন্ন ভাবে ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন,
-উক্ত বিষয়ে আপনারও কি একই রায়।
ইঞ্জিনিয়ারের নিরবতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে জমিদার নন্দন বললেন,
-ঠিক আছে, মেজোরিটি রুলস। আপনাদের সকলেরই যখন একই রায়, তখন ধরিয়া নিতেছি আমি রায় পাইয়া গিয়াছি। লেখক মহোদয় কে আনুরোধ করব, আমার নাম এখন হইতে “জমিদার নন্দন রায়” লিখবেন।

ইঞ্জিনিয়ারের আর সহ্য হচ্ছিল না। সঞ্চালক কোন কথার উত্তর দিচ্ছেন দেখে উনি মনে করে নিলেন আজ সঞ্চালককে বাগে পেয়েছেন, আরও আক্রমনাত্মক ভাবে শব্দবাণ ছুড়ে দেবার চেষ্টায় বললেন,
-আরে ফেলান মিয়া আপনাগো এই সব রায় ফায়। সঞ্চালকের মুখের কথার কোন দাম নাই, ক্লাবে আইছে কেন সেইটার উত্তর দেওয়া লাগবো আজকে। স্বৈরাচারী আচরন কইরা ক্ষমতা ছাইড়া মাত্র এক হপ্তাতেই নিঃসঙ্গতায় ভুগতেছে কইয়া যদি আইসা থাকে তাইলে আমিও জমিদার নন্দন রায়ের মত আন্দোলন আন্দোলন খেলায় যোগ দিমু।

সঞ্চালক এতোক্ষণে মনে হয় সুযোগ পেলেন কথা বলার, আমার দিকে তাকিয়ে তার স্বভাব বিরুদ্ধ খুব মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করলেন,
-ভাই, মিস্তিরী কি আজকে আপনাদের চা-সিঙ্গারা কিছু খাইয়েছে?
আমি “না” বলতেই উনি একেবারে তেড়েফুড়ে বললেন,
-তাইলে মিস্তিরী ব্যাডারে এতো বড় বড় কথার অনুমতি কে দিল।

ইঞ্জিনিয়ারও আজ এতো সহজে হাল ছাড়বেন না,
-আইজ হুদা সিঙ্গারা-কফি না শুধু, খিচুরি, ডিম ভাজিও খাওয়ামু। বাসা থেকে আমার ওয়াইফ খিচুরি-ডিমভাজি পাঠায়া দিছে সকলের লাইগা। সালাম মিয়া, ও সালাম মিয়া, সিঙ্গারা আরা কফি খাওয়াও সকলেরে আর খিচুরি রেডি কর।

সঞ্চালক একটা মুচকী হাসি দিয়ে শুরু করলেন,
-আমি না থাকলে আপনাদের যে কি হতো, চা-সিঙ্গারা কিছুই কপালে জুটতো না। যাক, এই বিশ্বে প্রতিটি মানুষ জন্ম থেকেই নি:সঙ্গ, এসেছে একা, যেতেও হবে একা। মাঝের কিছু সময়ে একটা ইলুইশন তৈরী হয় যাকে "আদত" বা অভ্যাস দিয়ে ডিফাইন করতে পারেন। ক্ষমতার অভ্যাস বলেন আর দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসের কথাই বলেন, ছেদ পরলে বুকের মাঝে একটা খালি খালি ভাব তৈরী হবেই। ওটাকে যদি আপনারা নিঃসঙ্গতা বলতে চান তবে আমার উত্তর, হ্যা, নি:সঙ্গতার কারণেই এসেছি। তবে আমি এসেছি অন্য কারণে। এটা আমাদের ক্লাব, আমাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্তই ছিল এখানে ধর্মীয় এবং সরাসরি কোন রাজনৈতিক আলাপ চলবেনা। ক্লাবকে আদর্শচ্যুত হতে না দেয়ার তাগিদ থেকে আমি এসেছি।

জমিদার নন্দন আবার দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুড়ে বলা শুরু করলেন,
-মানি না মানবোনা। আদর্শ, স্বৈরাচার, আন্দোলন এই সকল শব্দই রাজনৈতিক শব্দ। উনি নিজেও আদর্শ শব্দটি বলা মাত্রই উহা রাজনৈতিক আলাপ হইয়ে গেল। আমাদের আদর্শচ্যুত করার কারণে তিনির বিরুদ্ধে আমি অনাস্থা প্রস্তাব আনিলাম।

আমরা কিছু বলার আগেই সঞ্চালক বলে উঠলেন,
-নতুন নতুন রায় পাইছেন তো, কিসের রায় বুইঝা উঠতে পারেন নাই। এই যে আপনি কথায় কথায় দাঁড়িয়ে যান, সেটাতে কি আপনি আমাদের চেয়ে লম্বা হয়ে যাচ্ছেন নাকি। শব্দের আবার নিজস্ব কোন গুন-মান থাকে নাকি। শব্দের প্রয়োগের মাঝে গুন-মান নির্ধারিত হয়। যে কারণে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ বারেবারে জিহ্বার ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন। মানুষের হাত, পা, নাক, কান প্রায় সব কিছুই বহুবচনে দেয়া হয়েছে কিন্তু মুখ এবং জিহ্বা মাত্র একটি। সুতরাং খাওয়া এবং কথা বলায় সাবধানতা অবলম্বনের নিদর্শন সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির মাঝেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। মুখের মুহূর্তের ব্যবহারজনিত কারণে নায়ক-খলনায়ক তৈরী হয়।

ডাক্তার এবার সঞ্চালককে আক্রমনের দায়িত্ব নিয়ে বললেন,
-আপনার কথা অনুযায়ী তো তাহলে প্রতি মুহূর্তে নায়ক-খলনায়ক তৈরী হয়ে চলেছে; কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তো সেটার রিফ্লেকশন নেই।

সঞ্চালক এতোক্ষণে মনে হয় বুঝেছেন আজ তিনি ক্লাবের সকলের রোষানলে জ্বলবেন, সেকেন্ড খানেক সময় নিয়ে বলা শুরু করলেন,
-প্রতিটি পরিস্থিতিতে একেকজন ক্ষণের নায়ক বা খল-নায়ক হচ্ছেন, আবার নিকট ইতিহাস জন্ম দেয় সেই কালের নায়ক, আর বহু কালের সম্মিলিত ইতিহাস তৈরী করে মহানায়ক, জন্ম নেন শত বা হাজার বছরের ইতিহাসের পাতার একেকটি স্বর্ণ খচিত নাম। এই ক্ষণে এই পরিস্থিতিতে আপনারা সবাই আমাকে খলনায়ক ভাবছেন আর আপনারা আপনাদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত করে নিজেদের এই ক্ষণের নায়ক ভাবছেন। কিন্তু ক্লাবের ইতিহাস যদি লেখা হত তাহলে কি আলাদা করে আজকের অধিবেশন কেন্দ্রীক আমার উত্তর বা আপনাদের প্রশ্নের বিচারে ক্লাবের নায়ক বা খলনায়ক চিহ্নিত হত?

ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠলেন,
-এইটা ডিজিটাল যুগ, সিধা লাইভ কইরা জনমত তৈরী করুম।

সঞ্চালক বললেন,
-আমাদের এই আলোচনা ডিজিটাল মাধ্যমে কিছু সাধারণ মানুষের কাছে লাইভে পৌঁছে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে ক্ষণিকের একটা জনমত তৈরী করার উদ্যোগের মাঝ দিয়ে ক্লাবের ইতিহাস অন্য ভাবে লেখার চেষ্টা আর বোকার স্বর্গে বসবাস সমার্থক।

কথা গুলো প্যাঁচালো, আমি কিছুই বুঝলাম না কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হাল ছাড়ার পাত্র নন, কি বুঝলেন জানিনা, বললেন,
-হেতে কিন্তু নিজেরে ক্লাবের ইতিহাসের মহানায়ক ভাবতেছে, আপনেরা বুইঝছেন নি।

এইবার সঞ্চালক তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন,
-ক্লাবের মহানায়কই যদি নিজেরে ভাবতাম তাইলে তোমার এই কথার উত্তরই দিতাম না। তোমার মত টিনের বাঁশীর মেটালিক সূরামৃত মার্কা পংক্তি মালা দিয়ে কালের ইতিহাসের সুরমূর্ছনায় কোন ব্যত্যয় ঘটাতে পারবে অথবা একজন সত্যিকারের মহানায়কের গায়ে নুন্যতম আচড় লাগাতে পারবে সেটা অসম্ভব অলীক কল্পনা মাত্র। তুমি এখনো সেই যায়গায় পৌঁছাও নাই যেই যায়গা থেকে আমার সমলোচনা করতে পারো।

সঞ্চালকের শেষ কথাটি কেন যেন ক্যামেরাম্যানের গায়ে লাগলো, বললেন,
-সারা জীবন ঘর-সংসার করেও যেখানে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে পুরোপুরি চিনতে পারে না, সেখানে আপনার সাথে পরিচয়কে খুব বেশী হলে চলার পথে ক্ষণিক দেখা বলতে হয়। প্রতিটি মানুষই ইউনিক, অনন্য, তুলনাহীন এবং একজনের সাথে আরেকজনের তুলনা বাতুলতা মাত্র।

ডাক্তার তো তত্বকথার ভান্ডার, চুপ থাকার পাত্র নন,
-ফ্রয়েডের জন্মতত্ব অনুযায়ী আপনার জন্মটাই নন-এক্সিস্টান্যান্ট বা আপনি অস্তিত্বহীন একটি শুন্য। সেটার সাথে যোগ করুন, মানুষের বেড়ে ওঠার পরিবেশের ভিন্নতা। সব মিলিয়ে, যদি মানুষের পুণর্জন্ম হয় তাহলে হাজার জন্মেও একজন আরেকজনের যায়গায় পৌঁছাতে পারবে না। সেখানে আপনার সমালোচনা করার জন্য দিন-ক্ষণ নির্ধারন করছেন কিভাবে কিংবা আরেকজনের মননশীলতার প্রতি কটাক্ষ করছেন কোন যুক্তিতে।

<u>প্রতি আক্রমন পর্ব</u>

কথার ফাঁকে আমি দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছি সকলের প্রতি। জমিদার নন্দনকে দেখে মনে হল সুযোগ খুঁজে চলেছে কোন সময় সে দাঁড়িয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ারের চেহারা দেখে মনে হল, এই প্রথম তার পক্ষ নিয়ে সকলে সঞ্চালককে আক্রমন করায় সে প্রচন্ড খূশী। ডাক্তারের ভাবভঙ্গিতে একটা নির্লিপ্ত ভাব সব সময়ই কাজ করে, আজও সেটার কোন ব্যতিক্রম নেই। সঞ্চালক চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসে আছেন মনে হলেও চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি মওকা খুঁজে চলেছেন কিভাবে কোন কথার ফাঁক গলে আজকের এই আক্রমন থেকে নিজেকে বের করে আনবেন। কিন্ত ক্যামেরাম্যানকে কেন যেন আজ সব কিছুর ওপরই বিরক্ত মনে হল, বললেন,
-আপনার কথা বার্তা গুলো আজ কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে। একটা কথা কিন্ত ঠিক, দম্ভ এবং নিজের প্রতি নিজের অতিরিক্ত আস্থা বিপদ ডেকে আনে।

ক্যামেরাম্যানের কথার মাঝেই সঞ্চালক তার ধ্যান ভেঙ্গে নড়েচড়ে বসায় বুঝে নিলাম তিনি যে সুযোগের সন্ধ্যানে ছিলেন সেটা পেয়ে গিয়েছেন, বললেন,
-"বিপদ" শব্দের আভধানিক অর্থ যাই হোক না কেন আমি মনে করি বিপদ শব্দটি মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রীয়ের তৈরী করা অনিশ্চয়তা। অন্ধকারের মাঝে আপনার দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতার কারণে মানুষের মাঝে যে অনিশ্চয়তা বোধ সৃষ্টি করে, সেখান থেকেই মানুষের মাঝে একটা ভয় তৈরী হয় কিন্ত তার মানে এই নয় যে মানুষ অন্ধকারকে ভয় পায়। মৃত্যুর ভয় কে জয় করা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব, যেখানে মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের কাছে কোন তথ্যই নেই। রাস্তা পারাপারের সময় চারদিক দেখে মানুষ নিশ্চিত হয় যে, ঠিক ঐ সময়ে রাস্তা পার হলে সে কোন দুর্ঘটনায় পরবে না, অথচ, ঠিক তার এক সেকেন্ড পরেই হয়তো সেখান দিয়ে একটি ট্রাক দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে তার দুরত্ব মাত্র এক সেকেন্ড, সেটা কি সে কখনো ভাবে। আমরা সকলে কোরবানীর গরুর মত আচরণ করে চলেছি, পাশেই তার জাত ভাইকে জবাই করা হচ্ছে অথচ সে নিশ্চিন্ত মনে জাবড় কেটে চলেছে, যেন ওটা তার বিষয় নয়। আপনাকে কে নিশ্চিত করেছে যে, এই মুহুর্তে একটা ভয়াবহ ভুমিকপম্পে সব ধ্বসে পরবে না, আমরা সকলে মারা যাবো না?

জমিদার নন্দন আর থাকতে পারলো না। প্রবল উত্তেজনা নিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার জুড়ে দিল,
-আমি বুইঝা ফেলিয়াছি আমি বুইঝা ফেলাইছি, সঞ্চালক সাহেব আমাদের ভয় দেখাইয়া নিজেরে বাঁচাইতে চাহিতেছেন। প্রতিবাদ তীব্র প্রতিবাদ.....

সঞ্চালক রীতিমত ধমকের স্বরে বলে উঠলেন,
-আপনে কিছুই বুঝেন নাই, কথার মাঝখানে কথা বলে আপনি আমার মুখ বন্ধ করার চেষ্টায় আছেন, বসলে ভাল লাগে।

আমি ততক্ষণে মনে মনে অডাসিটি শব্দটির বাংলা অর্থ খুঁজে চলেছি। হঠাৎ মনে পরে গেল। আসলেই সঞ্চালকের কথা গুলো আজ বেশ ধৃষ্টতাপূর্ণ। হয়তো অফেন্স ইজ দা বেস্ট ডিফেন্স ভেবে তিনি এই আচরণ করে চলেছেন অথবা আমরা ওনাকে কুপোকাৎ করতে পারছিনা বিধায় ওনার কথা গুলোকে ধৃষ্টতাপূর্ণ মনে করছি। আমারা ভাবনার অনুরণণ ফুটে উঠলো ডাক্তারের তীক্ষ্ণ স্বরের পরবর্তি প্রশ্নে,
-আপনার কথা কি তাহলে এখনো শেষ হয়নি?

সঞ্চালক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন,

-অবশ্যই শেষ হয়নি। এক এটোমিক ফিউশনের শক্তি আবিষ্কার করেই বিশ্বকে হাজারবার ধ্বংসের শক্তি তৈরী করে বিশ্বের মোড়লেরা যে ভাবে মনে করছে "আমি কি হনুরে", সেখানে গ্লুয়োন, ফারমিওন, হিগসবোসনকে ব্যাখ্যা করে কোয়ার্ক শক্তির কাছে পৌঁছে গেলে কি হবে কেউ এখনো জানে না। অথচ, সেটাই যে শেষ কথা হবে এটাও নিশ্চিত নয়। সেই অনিশ্চয়তা আপনার কাছে বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না কেন? একক সৃষ্টি কর্তার এই বিস্ময়কর শক্তির একক আঁধার থেকে সৃষ্ট মহাজাগতিক সৃষ্টি রহস্যার কথা একবারও কি আমাদের চিন্তায় কাজ করে। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা সংগৃহিত তথ্য সমুহের উপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ ইন্দ্রীয়ের সৃষ্ট এই বিশ্বকে নিয়ে এতোটা নিশ্চিত হচ্ছি কেন। ক্যামেরাম্যান ফ্রয়েডের রেফারেন্সে বললেন "আমি" অস্তিত্বহীন কিন্তু সমস্ত মহাজগতই একটি শক্তির বিভিন্ন প্রতিরুপ মাত্র এবং সেই সূত্রে অস্তিত্বহীন সেটার কথা ভুলেই যাচ্ছি মনে হচ্ছে।

এবার আর জমিদার নন্দন নন, ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,
-আমার আজ কাজ আছে, আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

আমি বললাম,
-সেকি, ভাবীর পাঠানো খিচুরি মিস করবেন।

ডাক্তার বললেন,
-উপায় নেই, ডিউটি কলস। করোনার এই মহামারীর সময় আমাদের কোন শুক্র-শনি নেই। ভাবীকে ফোন দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবো ক্ষণ।

জমিদার নন্দন এবার বসে থেকেই বললেন,
-তাহা হইলে ক্লাব বন্ধ করার স্বৈরাচারী ষড়যন্ত্রের বিষয়ে আপনার ভোট নিশ্চিত করিয়া যান।

ডাক্তার সাহেব রুম থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য হাঁটা শুরু করে দিয়েছিলেন, জমিদার নন্দনের কথায় থমকে দাঁড়ালেন,
-ষড়যন্ত্র কোথায় পেলেন। উনি যা বলেছেন সেটা আমি নিজ কানে শুনেছি। ওনার কথায় মনে হয়েছে উনি আগামী কিছুদিন ক্লাবে আসবেন না বলে জানিয়েছিলেন। ওনার না আসবার সম্ভবনার কারণে ক্লাবের আড্ডা তো থেমে থাকেনি। আমরা তো ঠিকই এসেছি। ব্যক্তির থাকা না থাকায় একটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় না। বরং আমি বলবো, ওনার কথার কারণে প্রমান হয়েছে যে, আমাদের ক্লাব এখন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত হল।

ডাক্তার চলে যাচ্ছেন দেখে পেছন থেকেই সঞ্চালক বলে উঠলেন,
-এই রকম একটা দারুন কথার জন্য ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ। আমি কি পাগল নাকি যে আমাদের স্যাটারডে ক্লাবের মত একটি প্রতিষ্ঠানকে নিজের হাতে ধ্বংস করবো।

সঞ্চালকের ধমক খেয়ে জমিদার নন্দন আর চেয়ার ছেড়ে উঠতে রাজি নন বোধহয়, বসে বসেই খুব আনুষ্ঠানিক এবং গম্ভীর ভাবে সঞ্চালকের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন,
-তাইলে আপনি বলিতে চাইতেছেন, সুযোগ থাকলে পাগল সাজিয়া আপনি স্যাটারডে ক্লাব ধ্বংস কইরা ফেলিতেন।

ডাক্তার সাহেবের সময় নেই, চলে যাচ্ছেন দেখে তাড়াতাড়ি সঞ্চালক বললেন,
-ডাক্তার সাহেব, এক মিনিট। যাবার আগে জমিদার নন্দনের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে একটি চুটকী শুনে যান। একবার স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করছে, "আচ্ছা, আমি মারা গেলে তুমি কি করবে?" স্বামী খুব আবেগ নিয়ে বললো, "আমি পাগল হয়ে যাবো"। স্ত্রী বললো, "সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু আমি মারা গেলে কি তুমি আরেকটা বিয়ে করবে?" স্বামী উত্তর দিল, 'পাগলে কিনা করে"।

চুটকী শুনে আমাদের কারো হাসি পেলো না, ডাক্তার শুধু মুচকী হেসে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে ডাক্তারকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলে উঠলেন,
-তাইলে সিদ্ধান্ত ফাইনাল, স্যাটারডে ক্লাব অদ্য হইতে একটি প্রতিষ্ঠান, কোন পাগলে সেইটা ভাঙ্গতে পারবোনা এবং সেই প্রতিষ্ঠানের আজীবন হুদাহুদি সভাপতি আমি।

ডাক্তার চলে যেতে যেতে দরোজার সামনে থেকে বললেন,
-আমার ভোট আপনার প্রস্তাবের পক্ষে দিয়ে গেলাম।

ডাক্তার চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই চলে এলো ক্লাবের ইতিহাসের প্রথম রাজকীয় আয়োজন, খিচুরি আর ডিমভাজি। সকলেই খাওয়া নিয়ে যে খুব ব্যস্ত সেটা নয়। খাওয়া শুরু হতে না হতেই মুখ খুললেন ইঞ্জিনিয়ার,
-আপনারা আমার লগে একমত হইবেন কিনা জানিনা কিন্তু আমার মনে হইছে সঞ্চালক আইজ খুব চড়া সুরে কথা কইছে।

সঞ্চালকও তেড়েফুড়ে বলে উঠলেন,
-বাহ, তোমরা সকলে মিলা আমারে চড়া সুরে আক্রমন করবা আর আমি নরম সুরে তোমাদের মাথায় হাত বুলাতে থাকবো।

আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম,
-আপনি সব বিষয়ে আউট অব বক্স চিন্তা করেন বলে প্রতিটি বিষয়ে ভাবনার একটা নতুন দৃষ্টিকোন তৈরী হয় কিন্তু তারমানে এই নয় যে, আপনার দৃষ্টিকোনই সঠিক কিংবা আপনাকে আমরা সর্বজ্ঞানী ভেবে আপনার মতামত চাইছি। মানুষের আবেগে আঘাত করাটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

সঞ্চালক আর এই বিষয়ে কথা বাড়াতে আগ্রহী নন, সোজা বলে দিলেন,
-বিষয়টিকে আপনারা যে ভাবে ব্যাখ্যা করছেন সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে এবং আমি যদি কারো আবেগে আঘাত করে থাকি তাহলে আমি দুঃখিত, ওটা ইচ্ছাকৃত নয়।

পরিণতি পর্ব

এই কথার পর আর কোন কথা থাকতে পারে না। সবাই নিরব, ভাবীর দেশী চালে রান্না করা মশলাদার খিচুরি খেয়ে চলেছি, নিরবতা ভাঙ্গবার জন্যই বোধহয় ক্যামেরাম্যান বললেন,
-আচ্ছা, আপনারা কেউ কি কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন সংক্রান্ত কিছু জানেন?

জমিদার নন্দন তার জ্ঞান জাহির করার জন্য বললেন,
-কেন, সকলেই জানে। যুক্তরাষ্ট্র আর চীন দুইজনই প্রায় কাছাকাছি গেছে। আগামী মাস খানেকের মধ্যেই বাজারে লইয়া আসিবে ভ্যাক্সিন।

সঞ্চালক বললেন,
-আমার মনে হয় ক্যামেরাম্যান জিজ্ঞেস করেছেন বাংলাদেশের কি অবস্থা। আমরা জেনম ডেফিনেশন বের করতে পারলেও বোধহয় একটু পিছিয়ে আছি এই বিষয়ে। তবে আমার মতে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কেউ যদি আমাদের আগেই ভ্যাক্সিন বের করে ফেলে তাহলে যে আগে বের করবে এবং আমাদের দিকে সহযোগীতার হাত বারিয়ে দেবে তাদেরটাই আমরা গ্রহন করবো।

ইঞ্জিনিয়ার এখনো তক্কেতক্কে আছেন কিভাবে সঞ্চালককে আক্রমন করা যায়, বললেন,
-আইজকার ক্লাবের অধিবেশনে সবচেয়ে মূল্যবান কথা কইছেন মনে হয় লেখক সাহেব। সঞ্চালক আসলেই সর্বজ্ঞানী। দুনিয়ার সব কিছুই তার নখ-দর্পনে। আরে ভাই, নিজের প্যাটের জ্বালায় অস্থির, দুনিয়ার খবর রাখার সময় আছেনি কারো কিন্তু হেতে সব জানে।

সঞ্চালক এবার আসলেই মনে হল একটু ক্ষেপেই গেলেন। খাবারের প্লেটটা একটু সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে প্লেট থেকে হাত তুলে বললেন,
-এখন যদি আমি মিস্তিরীরে গালাগালি শুরু করি আপনারা সবাই আবার বলবেন আমি মানুষের আবেগের উপর আঘাত করেছি। আরে জ্বালা, কথা চলতেছে কোন যায়গায় আর মিস্তিরী ব্যাটা মন্তব্য করলো কোন যায়গায়।

এই প্রথম দেখলাম জমিদার নন্দনকে একটা ভাল উদ্যোগ নিতে। বললেন,
-ছাড়িয়া দিন ছাড়িয়া দিন। উনি না বুইঝা কইছেন। তার চাইতে বলেন বলেন, কোভিড-১৯ নিয়াই কথা বলেন। "জেকেজি", "রিজেন্ট" "জাল সার্টিফিকেট" ইত্যাদি বিষয়ে আপনার মতামত জানিবার ইচ্ছা করতেছে।

ক্যামেরাম্যান কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললেন,
-জমিদার নন্দন রায় সাহেব, আপনি আপনার এই স্যাটায়ার মার্কা সাধু ভাষা বন্ধ করেন তো, কানে লাগে।

জমিদার নন্দন খুব সাবলীল ভাবে উত্তর দিলেন,
-আহা, চর্চা লাগিবে তো। বউয়ের সামনে এই ভাষায় কথা বলিইয়া চর্চা করিলে তো বউ আর ঘরেই যায়গা দিবো না।

ক্যামেরাম্যান বললেন,
-সে করণে আপনি আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারেন না। আপনি আমাদের অধিবেশনের রেগুলার সদস্য না। যে কারণে আপনি জানেন না যে, ওগুলো পুরানা সাবজেক্ট, আলাপ শেষ। বরং কোভিড-১৯ এর ভূয়া টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে দেশে-বিদেশে এতো ঘটনা ঘটার পরও কিভাবে সরকারের এবং সরকারী দলের একজন উচ্চ পর্যায়ের মানুষের পরিবারের সদস্য ভূয়া সার্টিফিকেট নিয়ে বিদেশে যাবার চেষ্টা করে, সেটা নিয়ে আলাপ চলতে পারে।

খিচুরি আমার খুব প্রিয়, সেটা যদি আবার এরকম দেশী চালের মশলাদার হয় তাহলে তো কথাই নেই। সুতরাং, এসব কথা নিয়ে আমার কোন আগ্রহই নেই। কিন্তু গতরাতেই টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে এই সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠান দেখায় জ্বলজ্বলে স্মৃতির আবেগ খিচুরির প্রতি ভালবাসার আবেগকে অতিক্রম করে গেল, বললাম,
-কাল রাতে একটা অনুষ্ঠান দেখলাম। আমার কথা হল, ভুল হতেই পারে, সেটা স্বীকার করায় সমস্যা কোথায় বুঝি না।

সাথে সাথে ক্যামেরাম্যান বললেন,
-আমিও অনুষ্ঠানটি দেখেই প্রসঙ্গটি তুললাম। চোর চুরি করবে, পুলিশ চোর ধরবে। নিজস্ব স্বার্থে এই চোর পুলিশের জীবন-চক্রের কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যাত্যয় ঘটতেই পারে কিন্তু এয়ারপোর্টের প্রধান সমন্বয়কারীও দেখা যাচ্ছে পুরো বিষয়টা সম্পর্কে জানেন না, সার্টিফিকেট চেক করার দায়ীত্বে যিনি আছেন তিনিও জানেন না। বলছেন যে ইমিগ্রেশন জানতে পারে। তাহলে আপনাদের দায়ীত্ব কি?

সঞ্চালক বললেন,
-হাস্যকর অনুষ্ঠানটি আমিও দেখেছি। যেখানে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী দেশের বাইরে যাবার ৭২ ঘন্টার মাঝে প্রস্তুত করা কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট সকলকে নিতে হবে সেখানে ঐ মানুষটি কোন সার্টিফিকেট ছাড়া যে এয়ারপোর্টে যাননি সেটা নিশ্চিত। মিডিয়ার কাছে সেই ভুল সার্টিফিকেটের কপি চলে যায়, ঐ প্যাসেঞ্জারের বাবা পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়ে বিবৃতি দেন যে, উনি মন্ত্রনালয়কে বিষয়টি নিয়ে নালিশ করবেন কিন্তু দায়ীত্ব প্রাপ্তরা জানেনই না যে, প্যাসেঞ্জারের কাছে কোন সার্টিফিকেট ছিল কিনা। আমি খুব আশাবাদী মানুষ কিন্তু আজকালকার এসব ঘটনায় খুব বিরক্ত। শামসুর রহমানের একটা কবিতা কেউ পড়েছেন কিনা জানি না, সবাই এই গেল ঐ গেল করছে, কান নাকি চিলে নিয়ে গিয়েছে, সোনার হরিনের মত সোনার চিল খোঁজায় সব পাগল প্রায় কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলেও দেখতে পাচ্ছে যে, কান কানের যায়গাতেই আছে, কথা না শোনার উদ্দেশ্য নিয়ে

সকলে একটি অলীক জগত তৈরী করে চিলের ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য চিৎকার ক'রে একটা কল্প কাহিনী তৈরী করে চলেছে।

জমিদার নন্দনের একটা ভাল দিক হলো তার কোন ইগো সমস্যা নেই। রাগ-ক্ষোভ কোন কিছুই সে বেশীক্ষণ মনে রাখে না, বললেন,
-ঠিক আছে বাদ বাদ। তাইলে টাইটেল নিয়া কিছু কন। সেদিন এক পত্রিকায় দেখলাম "বঙ্গতাজ" লিখিয়াছে। এই টাইটেলের কথা তো কখনোই শুনি নাই। কে দিল, কবে দিল বুঝলাম না।

ক্যামেরাম্যান এখানেও ভেটো দিয়ে বললেন,
-এটাও পুরানা আলাপ। লেখক সাহেব টাইটেল নিয়ে লিখেও ফেলেছেন "একটি স্বপ্নের গল্প"।

সঞ্চালক এবার গম্ভীর স্বরে বললেন,
-দেখুন আপনারা যাকে নিয়ে কথা বলছেন উনি দেশের জন্য নিবেদিত প্রান ছিলেন, আদর্শের জন্য জীবন দিয়েছেন। আপনি ইতিহাসের কোন একটা অংশ জানেন না বলে তো ইতিহাসের সেই অংশটুকু মিথ্যা হয়ে যাবে না। আমার জানা মতে ওনার এই নামটি বঙ্গবন্ধুর দেয়া। দু'য়েকটা নাদান পোলাপান নিজেদের মাঝে কথা চালাচালি করে ইতিহাসকে কলুষিত করে ফেললে দায়িত্ব জাতির উপরও বর্তাবে। প্রায় চার যুগ আগে জীবন দেয়া ওনাদের মত নেতাদের নিয়ে কোন মন্তব্য করবার বা ওনাদের নতুন করে মহিমান্বিত করবার মত জ্ঞান আপনার আমার নেই।

কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে আমি কিছুটা বুঝতে পেরে আর থাকতে পারলাম না। বললাম,
-উনি কত বড় মনের মানুষ ছিলেন সেটার প্রমান আমার কাছেই আছে। মুক্তিযুদ্ধ শেষে পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু যখন মুক্তি পেলেন, তখন তিনি ইচ্ছে করলেই বঙ্গবন্ধু কে আনবার জন্য লন্ডন যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা না করে তার সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে পাঠিয়ে তখনকার সেই "আমরা সবাই রাজা" মনোভাবের দেশের নেতাদের প্রটোকল বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আরেকটি ঘটনারও আমি সাক্ষ্য দিতে পারবো, যখন তাকে সরকার থেকে চলে যেতে হল, তখন আমার বাবাকে যেতে হয়েছিল ওনাকে বোঝাবার জন্য, কারণ, সকলেই জানতো বাবা তার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। ওনার কাছ থেকে ফিরে এসে বাবা যখন দুপুরের খাবার খেতে বসেছিলেন, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমিও সেই টেবিলে উপস্থিত ছিলাম। একজনের মনের চুড়ান্ত দুরবস্থার সময়েও মানুষটি বাবাকে যা বলেছিলেন, সেগুলো শুধুই নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য আর দেশ প্রেমের কথা। ঐ ছোট্ট বয়সেও আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

আমার কথা শেষ হবার আগেই সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। অখন্ড নি:শব্দতার মাঝে সকলে বসে আছে কিন্তু কেউ চেয়ার ছেড়ে উঠছেন না। অবশেষে ক্যামেরাম্যান নিরবতা ভেঙ্গে বললেন,
-সঞ্চালক সাহেবের "নাদান বালক" শব্দটির বিষয়ে আমার একটা কথা আছে। আমাদের অহংকারের যায়গা গুলো নিয়ে বোকার মত না বুঝে নাড়াচাড়া করার কারণ একটাই আমি খুঁজে পাই, আমাদের দেশের বিরুদ্ধে, গনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে চক্রটি অতীতে ষড়যন্ত্র করেছে তাদের উস্কানি, কারণ, বিষয়টিতে লাভবান হবে তারাই। আপনার নাদানেরা ঢোল আর তবলার পার্থক্য বোঝে কিনা সন্দেহ। তারা ভাবছে তারা তবলা বাদকের বাদনে নাচছে কিন্তু দক্ষ ষড়যন্ত্রকারীরা আসলে যে ঢুলী এবং এই ঢুলী যেকোন সময়ে ঢোলের দু'দিকেই হাত চালিয়ে তাল-লয় বদলে দিয়ে এইসব নাদান বালকদের নাচনের ছন্দ কেটে দিতে পারে, সেটা বোধহয় তাদের ধারনাতেই নেই।

আমি বললাম,
-বাবার বলা একটি কথা না বলে পারছিনা। উনি বলতেন, ইতিহাস চর্চা করা প্রয়োজনীয় কিন্তু ইতিহাসের মাঝে বসবাস করলে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার গতি রুদ্ধ হয়ে পরে, সেটাতে ষড়যন্ত্রকারীদের বিষাক্ত ছোবলের ক্ষেত্র তৈরী হয়।

সঞ্চালক সটান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,
-এই নাদানেরা যদি না বুঝে করে থাকে তবে তো আমার শব্দটি নিয়ে আপনার কোন সমস্যা নেই? প্রথম এবং শেষ কথা, এসব টিনের বাঁশীর বংশীবাদকদের বেসুরো প্যাঁ-পোঁ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন, নয়তো জাতির অহংকারের অংশগুলোকে জিইয়ে রাখার সম্ভবনাটুকুও থাকবে না। বাকিটুকু ভবিষ্যত প্রজন্মের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়ে চলুন হাত ধুয়ে পরবর্তি রাউন্ডের অধিবেশন শুরু করি।

টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে ক্যামেরাম্যান বললেন,
-সঠিক ইতিহাস ছাড়া ভবিষ্যত তৈরী হলে তো সেটা হবে বেজন্মা ভবিষ্যত।

সঞ্চালক কেন যেন বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আর রাজি নন, প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই বোধহয় আমাকে বললেন,
-ভাই, মিস্তিরি কি আজ আরেক রাউন্ড কফি খাওয়াবে বলে মনে করেন?

ইঞ্জিনিয়ার পাশেই ছিলেন, বললেন,
-সালাম মিয়া, সকলেরে আরেক কাপ কফি খাওয়াইওরেবা।
(সমাপ্ত)